গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০১.২০-১৩৩

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৭ / ৩০ এপ্রিল ২০২০

আদেশ

যেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ড. সৈয়দ আলী আহসান (গ্রেডেশন নং-৯৯৩), সহকারী পরিচালক (লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং/রিজার্ভ পদ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন (QCLab) শীর্ষক প্রকল্পের ল্যাব কনসালট্যান্ট পদে ০১/০৭/২০১৯ খ্রি: হতে ০৮ (আট) মাসের জন্য লিয়েনে কর্মরত ছিলেন এবং তিনি বৈদেশিক চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় মোট ২.৫ লক্ষ টাকা বেতন ভাতাদি গ্রহণসহ লিয়েনের ২নং শর্ত ভঙ্গ করায় এবং সরকারের আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশ উপেক্ষা করে সরকারি কোষাগার হতে অবৈধভাবে গৃহীত ৪,৪৮,৮০০/- (চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত) টাকা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার পরে গত ০৮/১২/২০১৯ তারিখে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৯/০২/২০২০ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০১.২০-৬৮ নং স্মারকে অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২০ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা জারি করা হয়;

এবং

যেহেতু, ড. সৈয়দ আলী আহসান (গ্রেডেশন নং-৯৯৩), সহকারী পরিচালক (লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং/রিজার্ভ পদ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা গত ১৯/০২/২০২০ তারিখে তার লিখিত জবাব দাখিল করেন;

এবং

ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় গত ২৪/০৩/২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীকালে মৌখিক বক্তব্য শ্রবণ ও দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলা রুজুকরণের পূর্বেই সরকারি কোষাগার হতে বিধি বর্হিভূতভাবে উত্তোলিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন এবং উভয় পদ হতে অর্থ উত্তোলন সংক্রান্ত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে সর্তকতার সাথে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। একই সাথে উভয় পদ হতে বেতন উত্তোলন ন্যায়সঙ্গত হয়নি মর্মেও স্বীকার করেছেন;

সেহেতু, ড. সৈয়দ আলী আহসান (গ্রেডেশন নং-৯৯৩), সহকারী পরিচালক (লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং/রিজার্ভ পদ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাকে ভবিষ্যতের জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(রওনক মাহমুদ)
সচিব

নং-৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০১.২০- ১৩৩ /১(১৫)

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৭ / ৩০ এপ্রিল ২০২০

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক (চ.দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা।
২. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম্স ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪. উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৫. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৬. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৭. ড. সৈয়দ আলী আহসান (গ্রেডেশন নং-৯৯৩), সহকারী পরিচালক (লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং/রিজার্ভ পদ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩০/০৪/২০২০

দিলওয়ারা আলো
উপসচিব